গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০২৩-২০২৪

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

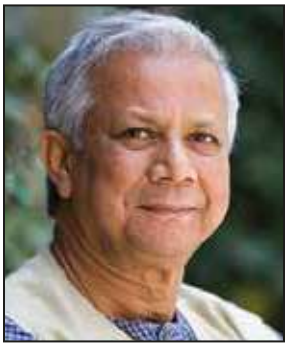

**প্রধান উপদেষ্টা**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ আশ্বিন ১৪৩১
৯ অক্টোবর ২০২৪

# বাণী

"জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮" প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৭ প্রণীত হয়েছে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনবল গঠনের বিকল্প নেই। যুবদের গুণগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এনএসডিএ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও সনদায়ন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিবিড়ভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি, এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি, শিক্ষিত যুবদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্র বিস্তৃতির ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান আছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমি এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

**প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস**

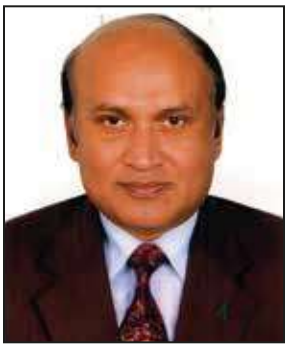

**প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব**
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর প্রতিষ্ঠা। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব শক্তিকে দক্ষ কর্মমুখী জনশক্তিতে উন্নীত করার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী জনবল তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রতিষ্ঠানটি নিয়োজিত।

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক যুব শক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। তাদের অধিকাংশই পেশাগত দক্ষতা বিহীন, অদক্ষ। তাদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে বিদ্যমান জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হবে। এমন বাস্তবতায় বর্তমান বিশ্বের বহুমাত্রিক ও পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে যোগসূত্র ঘটিয়ে দেশের যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এনএসডিএ যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ লোকবল গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসরণ, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, উপযোগী প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করা, যথার্থ মূল্যায়নের ভিত্তিতে সনদ প্রদানের কাজগুলো অপরিহার্য। আর এই লক্ষ্যেই জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৭ প্রণীত হয়েছে।

দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষেত্র নির্বাচন এবং ঐ রকম পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করার কোনো বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতা উন্নয়নে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে, বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের দক্ষতার চাহিদা নিরূপণ করে বিদ্যমান বৈশাদৃশ্য থেকে উত্তরণের জন্য গবেষণা পরিচালনার বিষয়েও এনএসডিএ কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি এই প্রকাশনার সার্থকতা কামনা করছি।

**এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া**

**সচিব**
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজকে অর্থবহভাবে অবদান রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় তৈরি করার মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের বিকল্প নেই। ক্রমাগতভাবে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত পেশার পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন পেশার সৃষ্টি এবং বিদ্যমান কিছু পেশার অবলুপ্তির কারণে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এনএসডিএ দক্ষতা-সংশ্লিষ্ট শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা পেতে দেশের কর্মক্ষম যুবদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদাসম্পন্ন পেশায় দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এ-সকল উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের আওতাধীন এনএসডিএ প্রতিষ্ঠার পর হতে দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, কোর্স ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অনুমোদন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পেশার চাহিদার ভিত্তিতে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (সিএস), কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (ক্যাড) এবং কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম) প্রণয়ন করছে এবং নির্ধারিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা মনিটরিং, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এনএসডিএ থেকে সনদায়িতরা দেশে ও দেশের বাইরে শোভন কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে তাদের নিজেদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে, একইসাথে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখছে ।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। গত অর্থবছরে এনএসডিএ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে বলে আমি আশা করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

**মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না**

# উপক্রমণিকা

কর্মক্ষম যুবদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান উপায় দক্ষতা উন্নয়ন। যুবসমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এনএসডিএ কাজ করছে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। এ কারণে বিদ্যমান পেশার সংকোচন ও নতুন পেশার উদ্ভব হচ্ছে। প্রযুক্তির সাথে মিল রেখে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এনএসডিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ ডিজিটাইজ করা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (www.skillsportal.gov.bd) চালু হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ১৭টি মডিউলের মধ্যে ইতোমধ্যে অধিকাংশ মডিউল চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনএসডিএ-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাজারে বিদ্যমান চাহিদার সমন্বয় সাধন, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিল্পে সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশ নিয়োগে সহযোগিতা, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যোগ্য ও প্রত্যায়িত অ্যাসেসর দ্বারা অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমে পরিচালনাসহ অন্যান্য কাজে এনএসডিএ-কে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত ১৬টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council: ISC) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে এনএসডিএ-নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বাছাই করে ইতোমধ্যে ২৭টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করা হয়েছে।

দেশের যুবসমাজের একটি বড় অংশ প্রশিক্ষণ ছাড়াই দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থেকে সংশ্লিষ্ট পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু এ-সকল কর্মীদের দক্ষতার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সনদ না থাকায় তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। তাই তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) প্রদানের মাধ্যমে উন্নততর কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং অধিকতর উপার্জন করার বিষয়েও এনএসডিএ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আশার কথা যে উল্লেখযোগ্য হারে যুবরা আরপিএল সনদ গ্রহণ করছেন।

এনএসডিএ-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি সফলভাবে প্রকাশের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ক্লান্তিহীন কাজ করেছেন। তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

প্রতিবেদন প্রকাশে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দিকনির্দেশনা এবং এ প্রকাশনার জন্য তাঁর প্রেরিত বাণী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। অধিকন্তু, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব মহোদয় এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত বাণী আমাদের এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**নাসরীন আফরোজ**
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)

# সম্পাদকীয়

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যুবরা ক্রমাগত শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দেশ ও বিদেশে পেশার চাহিদার ওপর ভিত্তি করে যুবদের যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান বর্তমানে সময়ের দাবি। প্রায় সতেরো কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা ভোগ করছে। যথাযথভাবে এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ইপ্সিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। দেশের এ কর্মক্ষম যুবগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনামাফিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হলে তারা দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করে নিতে পারবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

অপরদিকে, এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ বাস্তবায়ন, একীভূত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়, গবেষণা পরিচালনা এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তিসহ (Mutual Recognition Agreement: MRA) বেশকিছু কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এনএসডিএ-এর চারটি উইং-এর সম্পাদিত কার্যক্রম একীভূত করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। আশা করি, এ প্রকাশনা অংশীজন, গবেষক এবং সংশ্লিষ্টদের কাজে লাগবে।

প্রতিবেদন তৈরিতে সার্বক্ষণিক তদারকি এবং নির্দেশনা দিয়েছেন এনএসডি-এর সম্মানিত নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ মহোদয়। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এনএসডিএ-এর সম্মানিত সদস্যবর্গ প্রতিবেদনটির মান উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রকাশনার জটিল কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও, খসড়া তৈরি, বিভিন্ন উৎস হতে ছবি সংগ্রহ, প্রুফ দেখার কাজে আমার সহকর্মীগণ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যউপাত্ত সংগ্রহকালীন যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুদ্রণজনিত প্রমাদসহ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করছি।

**মোঃ জোহর আলী**
সদস্য (যুগ্মসচিব)

# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০২৩–২০২৪

**সার্বিক তত্ত্বাবধান**
**নাসরীন আফরোজ**
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
এনএসডিএ

**সম্পাদক**
**মোঃ জোহর আলী**
সদস্য (যুগ্মসচিব)
এনএসডিএ

**সহযোগী সম্পাদক**
**বেগম আলিফ রুদাবা**
সদস্য (অতিরিক্ত সচিব)
এনএসডিএ
**মোঃ আব্দুস সামাদ**
সদস্য (যুগ্মসচিব)
এনএসডিএ

**সম্পাদনা সহকারী**
**মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান**
পরিচালক
এনএসডিএ

# সূচিপত্র

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচিতি
পৃষ্ঠা ১৫

প্রশাসন ও অর্থ উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি
পৃষ্ঠা ১৮

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি
পৃষ্ঠা ৩৬

নিবন্ধন ও সনদায়ন উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি
পৃষ্ঠা ৪৮

সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি
পৃষ্ঠা ৫৫

এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি
পৃষ্ঠা ৫৮

এনএসডিএ-এর অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম
পৃষ্ঠা ৬৬

প্রণীত বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন
পৃষ্ঠা ৬৭

ফটো গ্যালারি/নিউজ
পৃষ্ঠা ৭৯

## শব্দ সংক্ষেপ

| | |
|---|---|
| এপিএ (APA) | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) |
| বিএনকিউএফ (BNQF) | বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualification Framework) |
| বিটিইবি (BTEB) | বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (Bangladesh Technical Education Board) |
| সিএডি (CAD) | কোর্স অ্যাক্রেডিটেশন ডকুমেন্ট (Course Accreditation Document) |
| সিবিসি (CBC) | কম্পিটেন্সি বেজড কারিকুলাম (Competency Based Curriculum) |
| সিবিএলএম (CBLM) | কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (Competency-Based Learning Material) |
| সিওই (COE) | সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স (Centre of Excellence) |
| সিএস (CS) | কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (Competency Standard) |
| জিওবি (GoB) | গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ (Government of Bangladesh) |
| আইএলও (ILO) | ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (International Labour Organization) |
| আইএসসি (ISC) | ইন্ড্রাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (Industry Skills Council) |
| কেপিআই (KPI) | প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator) |
| এলডিসি (LDC) | স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country) |
| এলএমআইএস (LMIS) | লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম (Labour Market Information System) |
| এমআরএ (MRA) | পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (Mutual Recognition Agreement) |
| এনএইচআরডিএফ (NHRDF) | জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund) |
| এনজিও (NGO) | নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (Non-Government Organization) |
| এনএসডিএ (NSDA) | জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (National Skills Development Authority) |
| এনএসডিসি (NSDC) | জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (National Skills Development Council) |
| এনএসডিপি (NSDP) | জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (National Skills Development Polic) |
| এনএসপি (NSP) | ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (National Skills Portal) |
| এনএসকিউএফ (NSQF) | ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (National Skills Qualification Framework) |
| পিআইসি (PIC) | প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (Project Implementation Committee) |
| পিএসসি (PSC) | প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (Project Steering Committee) |
| কিউএ (QA) | কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স (Quality Assurance) |
| আরপিএল (RPL) | পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) |
| এসটিপি (STP) | স্কিলস ট্রেইনিং প্রোভাইডার/দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (Skills Training Provider) |
| টিভিসি (TVC) | টেলিভিশন কমার্সিয়াল (Television Commercial) |
| টিএপিপি (TAPP) | কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Assistance Project Proposal) |
| টিভিইটি (TVET) | কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical and Vocational Education & Training) |

# জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচিতি

## ভূমিকা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে দক্ষতা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ-জন্য ক্রমাগত শিল্পায়ন, দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের বহুমুখী শ্রমের চাহিদা পূরণ, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক সংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। বাংলাদেশে প্রতিবছর ২২ লক্ষের অধিক যুব শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট-এর সুবিধা গ্রহণের পর্যায়ে আছে। শ্রমবাজারে প্রতিবছর যুক্ত হওয়া এ বিশাল যুব জনগোষ্ঠীকে বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ পেশায় উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট-এর সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগানো প্রয়োজন।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিদ্যমান ধারাবাহিকতা বেগবান করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে উত্তরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণসহ অভিন্ন সনদায়নের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় সকল কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন, দক্ষতার পারস্পরিক স্বীকৃতি, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা ও সনদায়ন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কাজ। এ-সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত মোট জনবল ৮৮ জন।

১.২

## রূপকল্প

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।

১.৩

## অভিলক্ষ্য

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।

১.৪

## উদ্দেশ্য

১) দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে আগ্রহী করে তোলা।

২) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনুশীলন চর্চা (Best Practice) অনুসরণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি কার্যকর মানসম্মত দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪) দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর করা।

৫) দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১.৫

## এনএসডিএ-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

**জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:**

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator), অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) এই আইনের পরিধিভুক্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পেশার পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) প্রদান করা;

(ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা;

(চ) প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;

(জ) শিল্প সংযুক্তিকরণ (Industry Linkage) শক্তিশালী করা;

(ঝ) দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীয় বিবেচনায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং

(ঞ) সরকার বা গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করা।

# ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্পাদিত কার্যাবলি

## ২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি

### ২.১

### জনবল নিয়োগ

এনএসডিএ-এর অনুমোদিত জনবলের মধ্যে ৫৪টি পদ নিজস্ব। চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে এনএসডিএ-এর নিজস্ব জনবল হিসেবে সামগ্রিক নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১৩টি পদে ৪৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩টি শূন্য পদে পুনরায় নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হয় যা বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

### ২.২

### বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ১৬ জুলাই ২০২৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যুবদের মধ্যে দক্ষতা জনপ্রিয় করা ও দক্ষতা সম্পর্কে নেতিবাচক সামাজিক ধারণা দূরীকরণে এ দিবস উদ্‌যাপনের ভূমিকা আছে। প্রতি বছর ১৫ জুলাই সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়। ইউনিসেফ-ইউনিভোক কর্তৃক এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'Skilling Teachers, trainers and youth for a transformative future' যার বাংলা ভাবার্থ করা হয় 'পরিবর্তনশীল আগামীর জন্য দক্ষতা।' দিবসটি উপলক্ষ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকাল ৯টায় এনএসডিএ আয়োজিত একটি র‍্যালি বিনিয়োগ ভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে আগারগাঁও ও তৎসংলগ্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), এনএসডিএ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ১০.০০টায় বিনিয়োগ ভবনের মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যুবদের জন্য উন্নততর আর্থসামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন ও স্বীকৃতির জন্য দক্ষতা অর্জন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রতিবছর জুলাই মাসের ১৫ তারিখ World Skills Day পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আরও উদ্দেশ্য হলো, বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যুবদের জন্য উন্নততর আর্থসামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রতিযোগিতামূলক ও চ্যালেঞ্জিং শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন ও স্বীকৃতির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন কর্তৃক দিবসটি উদ্যাপন করা হয়।

**বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালি**

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এনএসডিএ কর্তৃক র‍্যালি, দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে মোবাইলে ম্যাসেজ প্রদান, ব্যানার ও ফ্যাস্টুন দিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সজ্জিতকরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে খবর প্রকাশ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রেস রিলিজ প্রদান, ব্রশিওর তৈরিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

২.৩

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন সন্তোষজনক। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথযাথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত অর্থবছরে এনএসডিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা সন্তোষজনকভাবে অর্জিত হয়েছে। নিম্নের বিষয়গুলোতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে:

| | কার্যক্রম | মোট অর্জন |
|---|---|---|
| কৌশলগত উদ্দেশ্য ও মান | সিবিএলএম প্রণয়ন | ১১৩% |
| | প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তি | ১০০% |
| | প্রশিক্ষক অ্যাসেসমেন্ট এর আবেদন নিষ্পত্তি | ১০০% |
| | অ্যাসেসর অ্যাসেসমেন্টর আবেদন নিষ্পত্তি | ১০০% |
| | প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট | ১০০% |
| | প্রশিক্ষণার্থী সনদায়ন | ১০০% |
| স্কিলস ইকোসিস্টেম শক্তিশালীকরণ (২৫) | অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন | ১০০% |
| | স্কিলস পোর্টাল চালু | ১টি |
| | আইএসসি গঠন | ২টি |
| | দক্ষতা বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়/জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে আইএসসিদের সাথে কর্মশালা | ১টি |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য ও মান | টিভিসি/ এভিসি/ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত | ২টি |
| | দক্ষতা প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রচারণামূলক | ৬টি |
| নীতি/ কর্মপরিকল্পনা/ গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন | জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল প্রবিধানমালা ২০২২ | অর্জিত |
| | কোর্স পরিবীক্ষণ গাইডলাইন ২০২২ | অর্জিত |
| | জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন (এনএইচআরডিএফ) বাস্তবায়ন | ১০০% |

## ২.৪

# কর্মশালা/সেমিনার

বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের পরিচিতি তুলে ধরা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ বিষয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করা এবং দক্ষতার সুফল সম্পর্কে যুবদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এনএসডিএ বিভিন্ন সময়ে কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রশাসন ও অর্থ উইং-এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়:

## ২.৪.১

# 'এক্সপ্লোরিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাসিটি এন্ড স্কিলস ডিমান্ড অফ লজিসটিকস সেক্টর: স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন' শীর্ষক কর্মশালা

১২ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাত হলে এনএসডিএ 'ওয়ার্কশপ অন এক্সপ্লোরিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাসিটি এন্ড স্কিলস ডিমান্ড অফ লজিসটিকস সেক্টর: স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) শেখ ইউসুফ হারুন। তিনি বলেন, লজিসটিকস সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা মোকাবেলার জন্য সরকার কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করছে যেখানে লজিসটিকস সেক্টরে দক্ষ লোকবলের দরকার হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। তিনি দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া এবং সরকারের সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণের বিকল্প নেই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। কর্মশালার সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। যুব সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তুলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগানো এবং লজিসটিকস সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরে স্কিলস গ্যাপ নিরূপণের জন্য ধারাবাহিক গবেষণাকর্ম পরিচালনায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহায়তা প্রদান করতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের প্রতিনিধি ও লজিসিটিকস সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

**‘এক্সপ্লারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাসিটি এন্ড স্কিলস ডিমান্ড অফ লজিসটিকস সেক্টর: স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন’ শীর্ষক কর্মশালা**

বাংলাদেশে লজিসটিকস খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশে সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও নীতিমালা তৈরি করছে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের লজিসটিকস খাতকে এগিয়ে নিতে এবং এই সেক্টরে দক্ষ কর্মী তৈরিতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

২.৪.২

## প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে সৃজনশীল কনটেন্ট উদ্ভাবনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৬ অক্টোবর ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে দেশের মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কৌশল সম্পর্কে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ।

কর্মশালায় বিজ্ঞাপন নির্মাতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতাসহ প্রথিতযশা লেখক, নাট্যকার এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরবৃন্দ তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে কিছু সুপারিশ গৃহীত হয়। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মতামত ব্যক্ত করছেন

দিনব্যাপী কর্মশালায় এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার, দক্ষতা বিষয়ে যুবদের আগ্রহী করে তোলা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিরাজমান সামাজিক নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৪.৩

# ‘জিও-এনজিও যৌথ উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) আয়োজিত ‘জিও-এনজিও যৌথ উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এনএসডিএ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব সত্যজিত কর্মকার। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট কাজে লাগাতে হবে এবং এর জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে। তিনি দক্ষতা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশে শহরে ও গ্রামে দিন দিন কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইসাথে বাড়ছে দক্ষ জনবলের চাহিদা। তিনি বিশ্ববাজারের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতির বক্তব্যে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ বলেন, বিশ্বমানের প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে স্কিলস ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে এনএসডিএ। তিনি একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যুবসমাজকে জনশক্তিতে রূপান্তরের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনএসডিএ-এর সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আলিফ রুদাবা। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের (আইএসসি) প্রতিনিধিসহ এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২.৪.৪

## ‘দক্ষ জনশক্তি; উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষতা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা’ শীর্ষক কর্মশালা

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে ‘দক্ষ জনশক্তি; উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষতা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সরকারের সচিব নাসরীন আফরোজ বলেন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান ও অ্যাসেসমেন্টের জন্য কম্পিটেন্সি বেজড টেইনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট (সিবিটিএন্ডএ) পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ ও অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরি। তিনি আরও বলেন, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুবিধা নিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সিবিটিএন্ডএ পদ্ধতিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি তৈরির বিকল্প নেই।

এনএসডিএ-এর সদস্য ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা বলেন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (এসটিপি) মাঠ পর্যায়ে এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। সিবিটিএন্ডএ পদ্ধতিতে গুণগত মান বজায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে এসটিপিসমূহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি, প্রশিক্ষিতদের জব প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনএসডিএ-এর সদস্য ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব আলিফ রুদাবা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের পরামর্শক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম। এনএসডিএ-এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এনএসডিএ-এর সদস্য ও সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জোহর আলী। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

২.৪.৫

## সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এনএসডিএ-এর আয়োজনে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৯ অক্টোবর ২০২৩ সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনএসডিএ-এর ভূমিকা' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এনএসডিএ-এর পরিচালক (নিবন্ধন) ও উপসচিব জনাব মো. আব্দুর রহমান। কর্মশালায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২- ২৩ ও এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২.৫

## সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দক্ষতা প্রশিক্ষণ-সম্পর্কিত ধারণা, কার্যক্রম, বিভিন্ন তথ্য আদানপ্রদান ও এ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারকরণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এনএসডিএ-এর কার্যক্রম তুলে ধরা ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনএসডিএ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে:

২.৫.১

## ব্র্যাকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১০ মার্চ ২০২৪ এনএসডিএ সভাকক্ষে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর সদস্য (যুগ্মসচিব) মোঃ জোহর আলী এবং ব্র্যাকের স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ও মাইগ্রেশনের পরিচালক জনাব শফি রহমান খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সরকারের সচিব নাসরীন আফরোজ, ব্র্যাক-এর সিনিয়র এডভাইজার ও সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এনএসডিএ ও ব্র্যাক-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

২.৫.২

## এনএসডিএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

৪ জুন ২০২৪ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পৃথক দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিক্ষার্থীদের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালুকরণ, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ শক্তিশালীকরণ, নিয়মিত কোর্সের পাশাপাশি দক্ষতা সংক্রান্ত বিভিন্ন শর্ট কোর্স ও প্রফেশনাল কোর্স পরিচালনা, কোর্স কারিকুলাম তৈরিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির বাজার জরিপ, সেক্টরভিত্তিক মানবসম্পদ চাহিদার পর্যালোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন অকুপেশনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠান

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২.৫.৩

## এনএসডিএ এবং ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১২ মার্চ ২০২৪ এনএসডিএ সভাকক্ষে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ৬টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর সদস্য (যুগ্মসচিব) মোঃ জোহর আলী এবং এগ্রোফুড আইএসসি, ইনফরমাল সেক্টর আইএসসি, সিরামিক আইএসসি, জুট সেক্টর আইএসসি, প্লাস্টিক সেক্টর আইএসসি ও ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসির প্রতিনিধিবৃন্দ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সরকারের সচিব নাসরীন আফরোজসহ এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আইএসসি-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আইএসসিসমূহের কার্যক্রমকে গতিশীল করা, এনএসডিএ-এর কার্যক্রমে আরও বেশি অংশগ্রহণ এবং দক্ষতা উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জোরদার করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প থেকে ৬টি আইএসসিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আইএসসি-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান

২.৫.৪

## আইসিটি ডিভিশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২৮ মার্চ ২০২৪ আগারগাঁওস্থ আইসিটি ভবনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের মধ্যে এনএসডিএ-এর ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের পরিচালন কার্যক্রম মূল্যায়ন, পারস্পরিক আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন অকুপেশনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে কোর্স-কারিকুলাম ও অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও আইএসসি দক্ষ জনশক্তি ও উদ্যোক্তা তৈরি, দক্ষতা বিষয়ে সামাজিক নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

২.৫.৫

## জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২৩-এর চূড়ান্ত পর্ব

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) আয়োজিত জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ০১ ও ০২ ডিসেম্বর ২০২৩ দুই দিনব্যাপী রাজধানী ঢাকায় এনএসডিএ নিবন্ধিত ৬টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিতরা জাতীয় পর্যায়ের এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩-এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়াম্যানকে সভাপতি করে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকদের সভাপতি করে জেলা কমিটি এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের সভাপতি করে বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিযোগীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিভি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশব্যাপী ৯০৪ জন প্রতিযোগী অনলাইনে নিবন্ধন করেন। জুন ২০২৩-এ দেশের ৬৪ জেলায় প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা পর্বের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৩টি ট্রেডে উক্ত প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বাছাই পর্বে অংশ নেন এবং বাছাই শেষে ৪৯৬ জন প্রতিযোগী বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য নির্বাচিত হন। আগস্ট ২০২৩-এ দেশের বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি ট্রেডে অংশ নিয়ে ৫৯ জন প্রতিযোগী জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন। উল্লেখ্য, দক্ষতা প্রশিক্ষণ জনপ্রিয় করা এবং দক্ষতা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দূর করার লক্ষ্যে প্রতি দুই বছর অন্তর ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

২.৬

## টেলিভিশন কমার্শিয়াল (টিভিসি)/ডকুমেন্টারি/নাটক নির্মাণ ও প্রচার

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা বা সোস্যাল স্টিগমা বিরাজমান। দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট পেশায় চাকরি পাওয়া সহজ হয় এবং বেকারত্ব থেকে মুক্তির পাশাপাশি জীবনমানের পরিবর্তন সম্ভব হয়। তবে সাধারণ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন সহজে স্বীকৃতি পাওয়া যায়; তেমনিভাবে দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত হয়েও তত সহজে সামাজিক মর্যাদা লাভ করা যায় না। এ কারণে, দক্ষতার সামাজিক স্বীকৃতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের প্রচারণার সকল মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারপ্রচারণা, প্রণোদনা প্রদান ও শ্রমের উৎকর্ষের স্বীকৃতি প্রদানের সকল উপায় ও সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতার সামাজিক স্বীকৃতি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

নির্মিত তিন পর্বের নাটক 'দক্ষজনের কথা'

নির্মিত ও প্রচারিত টেলিভিশন কমার্শিয়াল

দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সামাজিক নেতিবাচকতা দূর করে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার বিষয়ে এনএসডিএ কাজ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুইটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল (টিভিসি) নির্মাণ করা হয়েছে যা বিটিভি, বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অনলাইন প্লাটফর্মে প্রচারিত হয়েছে। গত অর্থবছরে এনএসডিএ-এর পরিচিতি, কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, 'দক্ষজনের কথা' নামে তিন পর্বের একটি নাটক তৈরি করা করা হয়েছে যা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারের অপেক্ষায় আছে।

২.৭

## প্রশিক্ষণ

### ইন-হাউস প্রশিক্ষণ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বাড়ানো ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়

| কর | প্রশিক্ষণের ধরন |
|---|---|
| ০১. | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৮ বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ |
| ০২. | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ |
| ০৩. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ |
| ০৪. | কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ |
| ০৫. | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ |
| ০৬. | কর্তৃপক্ষের জনবলের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ |

২.৮

## জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) থেকে অর্থ বিতরণ

এনএইচআরডিএফ ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী ১২ ধরনের প্রতিষ্ঠান/কার্যক্রম যেমন সরকারি/বেসরকারি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, শিল্প সংগঠন, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত এনজিও, অনুমোদিত সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত গবেষণা ও উদ্ভাবন কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষানবিশি (অ্যাপ্রেন্টিসশিপ) কার্যক্রমে সম্পৃক্ত শিল্প দক্ষতা পরিষদ ও শিল্প সমিতি/শিল্পসমূহ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য সনদায়ন প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষতা কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তি এ তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে।

প্রথমবারের মতো শুধু দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য এনএসডিএ কর্তৃক গত ২ এপ্রিল ২০২৩ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ২৫৮টি আবেদন জমা পড়ে। আবেদনসমূহ ধাপে ধাপে যাচাইবাছাই করে এনএইচআরডিএফ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। যাচাইবাছাই সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে ২৭টি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা এবং দেশ ও বিদেশের বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) গঠন করেছে।

২.৯

# বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২৪

বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৪ এ বাংলাদেশ ৭টি ট্রেডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতার ৭টি ট্রেডে ৮ জন প্রতিযোগীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ হলেন:

| ক্রমিক | প্রতিযোগীর নাম | ট্রেড |
|---|---|---|
| ১ | মোহাম্মদ তাসদির আহম্মেদ ও রাসেল ভুঞা | সাইবার সিকিউরিটি |
| ২ | নাজমুল হক নকিব, | ওয়েব টেকনোলজিস |
| ৩ | রাহাত শিকদার | কুকিং |
| ৪ | মোঃ সোহেল রানা | ওয়েল্ডিং |
| ৫ | জাহিদুল ইসলাম | ফ্যাশন টেকনোলজি |
| ৬ | মারিয়াম | পেইন্টিং এন্ড ডেকোরেটিং |
| ৭ | মোঃ আতিকুর রহমান | বেকারি |

বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর গ্রুমিং

উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল প্রতি দুই বছর অন্তর বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশসহ ৮৪টি দেশ ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০১৯-এ 'পেটিসরি এন্ড কনফেকশনারি' ও 'ফ্যাশন টেকনোলজি' অকুপেশনে অংশগ্রহণ করে। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২১ সালের ৪৬তম বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড পরিস্থিতির কারণে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উক্ত প্রতিযোগিতা ২০২২-এ ১৫টি দেশে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'কুকিং' ও 'ব্যাকারি' অকুপেশনে এবং ফিনল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'ফ্যাশন টেকনোলজি' অকুপেশনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের প্রতিযোগী মোঃ সাব্বির হোসেন হৃদয় বেকারি অকুপেশনে অষ্টম স্থান অধিকার করেন।

**বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর গ্রুমিং**

# ৩.০ পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্থানীয় ও বৈদেশিক জনশক্তির চাহিদার আলোকে নতুন দক্ষতামান বা কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) তৈরি, পাঠ্যক্রম ও কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (CBLM) তৈরি, ভেলিডেশন ও অনুমোদন এবং শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি) গঠন ও যোগাযোগ রক্ষা, পাঠ্যক্রম প্রণয়নে আইএসসি এবং অংশীজনদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি 'পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং'-এর অন্যতম প্রধান কাজ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

## ৩.১ শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনএসডিএ-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদার সমন্বয় সাধন, শ্রমবাজারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা, শ্রমবাজারের চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান, শিল্পে সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশ নিয়োগে সহযোগিতা করা, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও প্রত্যায়িত অ্যাসেসর দ্বারা অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রমে সহায়তার উদ্দেশ্যে আইএসসি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ১৬টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি) গঠন করা হয়েছে:

(১) কনস্ট্রাকশন আইএসসি
(২) লেদার আইএসসি
(৩) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসি
(৪) আইসিটি আইএসসি
(৫) ফার্মাসিটিক্যাল আইএসসি
(৬) আরএমজি এন্ড টেক্সটাইল আইএসসি
(৭) সিরামিক আইএসসি
(৮) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আইএসসি
(৯) এগ্রোফুড আইএসসি
(১০) ফার্নিচার আইএসসি
(১১) ইনফর্মাল সেক্টর আইএসসি
(১২) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আইএসসি
(১৩) জুট সেক্টর আইএসসি
(১৪) এগ্রিকালচার আইএসসি
(১৫) লজিস্টিকস সেক্টর আইএসসি
(১৬) ট্রান্সপোর্ট সেক্টর আইএসসি